সুলতা পিক্‌চার্সের নিবেদন
মিষ্টার এণ্ড মিসেস চৌধুরী
BIRAJ

সুলতা পিকচার্সের দ্বিতীয় নিবেদন

মিঃ এণ্ড্ মিসেস্ চৌধুরী

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—**অসীম পাল**
প্রযোজনা—**দেবব্রত দত্ত**
সুরসৃষ্টি—**রথীন ঘোষ**
কাহিনী ও সংলাপ—**শৈলেস দে**
চিত্রগ্রহণ—**অনিল ব্যানার্জি**
গীত রচনা—**গৌর প্রসন্ন**
সম্পাদনা—**প্রতুল রায় চৌধুরী**
শিল্প নির্দেশ—**সত্যেন রায় চৌধুরী**
শব্দ গ্রহণ—**নৃপেন পাল**
কর্ম্মসচিব—**জিতেন গল**
ব্যবস্থাপনা—**অসিত বোস**
দৃশ্যপট—**কবি দাশগুপ্ত**
রূপসজ্জা—**গোষ্ঠ দাস**
ঐক্যতান—**চলন্তিকা অর্কেষ্ট্রা**
স্থিরচিত্রে—**ক্যাপ্স ফটোগ্রাফী**
প্রচার—**মাণিক দাস**

রূপায়ণে

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় জহর রায় অনিল চট্টোপাধ্যায়
রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপকুমার তুলসী চক্রঃ

অমর মল্লিক, শীতল, হরিধন, নবদ্বীপ, অনু দত্ত, প্রীতি মজুমদার, নৃপতি, শ্যাম সাহা, সুশীল, পার্থপ্রতিম, সুখেন, সাধন, লালু বর্ম্মণ, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, এ, কে, মধু, দেবাশীষ, বিপ্লব, রেণুকা রায়, কেতকী দত্ত, মিতা চট্টোঃ শীলা পাল, শুক্লা দাস, লিলি চক্রবর্ত্তী, রেবা বোস, অনিতা, মীরা ও

শ্যামল মিত্র ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
(অতিথি শিল্পী)

● সহকারীবৃন্দ ●

পরিচালনায়ঃ সত্য রায় ও শৈলেন দে সম্পাদনা—রীনাঙ্ক বসু চিত্রশিল্পেঃ মনীশ দাশগুপ্ত ও শঙ্কর গুহ শিল্প নির্দ্দেশনায়ঃ অনিল পাইন দৃশ্যপটেঃ রবি দাশগুপ্ত সুরসৃষ্টিতেঃ শিবনাথ মুখার্জী, ধনগোপাল ব্যবস্থাপনায়ঃ অনিল দে, যতিন দাস দুলাল সাহা শব্দগ্রহণেঃ বলরাম বারুই আলোক সম্পাতেঃ জগন্নাথ ঘোষ, রাম, দুর্গা, ধনেশ্বর, হট্ট।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—বিমল বাদের, মূলচাঁদ জৈন, নন্দা চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, অমিয় সান্যাল।

রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে, আর্; সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং ফিল্ম সার্ভিসেস্ ল্যাবরেটরীতে বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত।

এমমাত্র পরিবেশক : **স্ক্রীনসো প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা**

গল্পাংশ

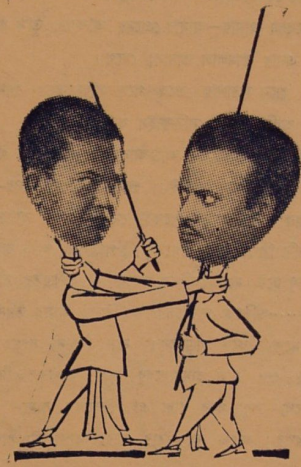

স্যাট্ আপ্। মুখ সামলে কথা বলবেন মোসাই। আচ্ছা, যাবেন একদিন সন্ধ্যের পরে শ্যামবাজারের মোড়। একঠুসো মেরে বুকের ডিস্ ভেঙ্গে দেবো। ডোণ্ট ফরগেট্ মাই নেম-ইজ সাধন সরকার।

নাকি! আইচ্ছা পাইয়া লই একদিন আমাগো বালীগঞ্জের মাথায়। গোত্তা মাইরা যদি থোতার দাঁত না খুইল্লা দেইতো তখন আমারে কইয়েন! ভুইলেন না যে আমিও শ্যামলাল নন্দী।

বালীগঞ্জ ভার্সাস শ্যামবাজার। চির প্রতিদ্বন্দ্বী শ্যামলাল আর সাধন। নিজ নিজ অঞ্চলের সম্মান রক্ষার্থে আজ তারা প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত। যাকে কেন্দ্র করে এত কাণ্ড সেই মল্লিকা কিন্তু নির্ব্বিকার। এদের কাণ্ড দেখে সে শুধু মনে মনে হাসে।

পাড়ার জলসা। মল্লিকার একান্ত সাধ—সে গান শুনবে। সাধন আর শ্যামলাল—দুজনেই টিকিট সংগ্রহের জন্যে কোমড় বেঁধে লেগে যায়। মল্লিকাকে খুসী করবার এইতো সুযোগ। এত করেও কিন্তু টিকিটের অভাবে শেষ পর্য্যন্ত মল্লিকাকে কেউ খুসী করতে পারে না। খুসী করলো অন্য একজন। সে বাণীব্রত চৌধুরী। মল্লিকার ব্যাকুলতার জবাবে সে জানালো—টিকেট নেই, তবে সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ গেট এর সামনে এলে আমি অন্যভাবে চেষ্টা করে দেখতে পারি।

বাবার কমপ্লিমেণ্টারী কার্ড দেখিয়ে মল্লিকাকে নিয়ে প্যাণ্ডেলে ঢুকতেই গোলমাল বেঁধে গেল! সবার মুখে একই গুঞ্জন—মিঃ এণ্ড মিসেস্ চৌধুরী! ওরা গোপনে বিয়ে করেছে। মল্লিকা রাগ করে চলে গেল। তবুও রেহাই নেই। পরদিন কলেজে যেতেই বান্ধবীরা জড়িয়ে ধরে বলে—বল, কবে বিয়ে করেছিস। মল্লিকা বোঝাতে চেষ্টা করে কিন্তু কেউ তা' বিশ্বাস করে না। চটে মটে শেষে সে বলে ফেলে—যা যা বিয়ে করেছি—বেশ করেছি।

বাণীব্রতর অবস্থাও একই রকম। ক্লাবে বন্ধুদের জ্বালায় অস্থির হয়ে সেও বলে—হাঁ হাঁ বিয়ে করেছি বেশ করেছি। আর যায় কোথায়! সংগে সংগেই তার মনিব্যাগ—উধাও। আগে বিয়ের মিষ্টি তারপর অন্যকথা। বাণীব্রতর ছোটভাই পিঙ্কু সেই মিষ্টি খেয়ে মাকে গিয়ে জানায়—জানো মা, দাদার বিয়ের মিষ্টি খেয়ে এসেছি: মা স্তম্ভিত। আসছে মাসে বিয়ে পাকাপাকি হয়ে আছে—আর এসব কি কথা! বাণীব্রত দিশেহারা। মা'র রুদ্রমূর্ত্তি দেখে সংগে সংগেই সে হাওয়া।

গুজব বেড়েই চলে। সবার মুখে একই কথা—মিঃ এণ্ড মিসেস্। মল্লিকা দিশেহারা। কি কলেজ কি পাড়ায় সর্ব্বত্রই আজ যে বৌদি। বেচারা সাধন আর শ্যামলাল—মল্লিকার মনের কোন খবরই তারা জানে না। এরি মধ্যে এক ফাঁকে মল্লিকাকে নিভৃতে পেয়ে শ্যামলাল তার

মনোবাসনা ব্যক্ত করে তোমারে দেখলে আমার বুকটা এমন ঢাস ঢাস করে কেন কও দেখি। প্রচণ্ড ধমক খেয়ে শ্যামলাল থেমে যায়। সাধন ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে—কি মোসাই, কেমন টাইট্ খেলেন। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে মিনিট কয়েক বাদে। মল্লিকাকে দেখেই সাধন আবেদন জানায়—আমার প্রেমের আকাশে তুমি ফাষ্ট ম্যান্ রাইজ্। তুমি বললে—আমি সাগর লঙ্ঘন করতে পারি।....ফল দাঁড়ায় একই। এবার শ্যামলাল তামাসা দেখে।

সব শুনে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে সাধন আর শ্যামলাল। সাধন বলে—"উঃ লাইফটাকে একেবারে ডেজার্ট করে দিলে মশাই। ওর জন্য আমি কতো সেক্রিফাইস করেছি জানেন।

ডেইলী ওর ভাইটাকে আট আনার করে চকলেট খাইয়েছি। আরও কিনা এদ্দিনের রিলেশন ভুলে গিয়ে আমাকে একেবারে ডিফলটার করে দিলে মোশাই। শ্যামলাল সান্ত্বনা দেয়—মাইয়া ছেলের কথা ছাড়ান দেন। ওরা সুরুতে কোকিল পরে কাউয়া।

মল্লিকার বাবা আগে থেকেই মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা পাকাপাকি করে রেখেছিলেন। জামাতা বাবাজীকে আশীর্ব্বাদ করতে গিয়ে এবার তিনি বিপদে পড়ে গেলেন। পাত্রপক্ষ স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন—মাপ করবেন, আপনার মেয়ে বিবাহিতা তা আমরা জেনেছি। নিমাই বাবু চটে মটে বেরিয়ে আসেন। বাণীব্রতর বাবা বৃন্দাবন বাবুও একই বিপদের সম্মুখীন হলেন। তিনি জানবেন তার ছেলে বিবাহিত.....ওদিকে সেকালের জন্মদিনের আসর তখন জমজমাট্। সাধন, শ্যামলাল এমন কি বাণীব্রতও বন্ধুবান্ধব নিয়ে এসে এসময়ে বোমার মতো ফেটে পড়লেন। নাম ঠিকানা সংগ্রহ করে বাণীব্রতর বাবা বৃন্দাবন বাবুও ঠিক এ সময়ে এসে রণাঙ্গণে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সুরু হ'ল রামরাবণের যুদ্ধ। বাণীব্রত দিশেহারা। মল্লিকা অবশ। নিজ নিজ পিতাকে তারা ভালো করেই জানে। হোক মিথ্যে—তবু কার সাধ্য এই তোপের সামনে দাঁড়ায়।

তারপর! আজ্ঞে না,—তার পরের ব্যাপারটা সাধন ও শ্যামলাল আপনাদের নিজেই বলবে কথা দিয়েছে।

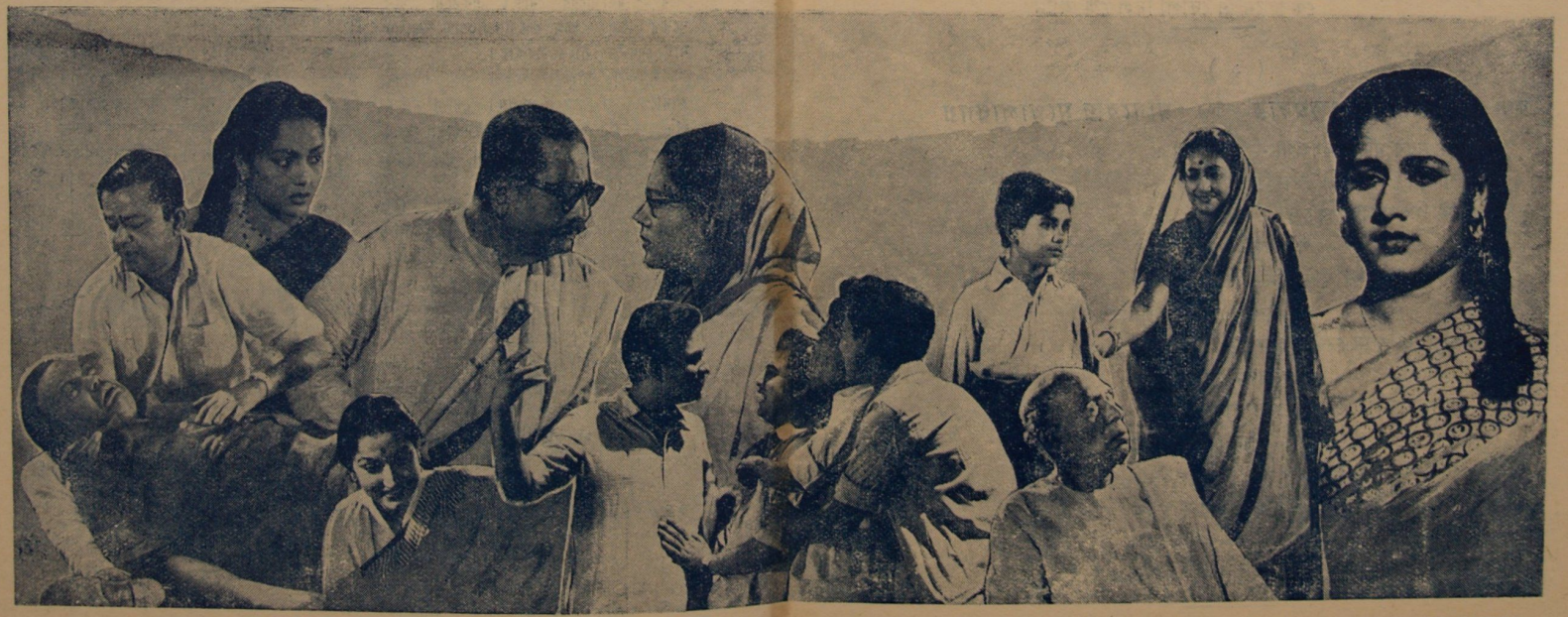

—গান—

(১)

কথা—**গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার** কণ্ঠ—**সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়**

মোর এই গান আমি জানি,
ফুলে কয় যে কথা অলি হ'য়ে
হেন করে কাণাকাণি
যে পাখী ফাগুনে গায় গো,
বুঝি তারই সেই সুরে
এ গান আমার সুর পায় গো,
মন বলে এ খুসী কেন না জানি
কোন্ সাগরের নীল ঢেউ,
গানে গাণে দেয় যে দোলা
আমার প্রাণে গানে গানে
একি দোলা গানে পাইগো,
মরমের বেণু বাজে
তাই আবেশ ছড়ায়ে যাই গো,
কে জানে এ দোলা দিল কে আনি

---

(২)

কথা—**গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার** কণ্ঠ—**মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়**

এই মধুর মদির মধুলগানে—শোনাব
শোনাব গো আমি তোমায় গান,
এই মিলন মধুর রাতে
থাক' তুমি মোর সাথে
অনুরাগে মেশা অভিমান,
বন্ধু, শোন গো এই গান
ওগো এ গান তোমারি তরে,
শুধু স্বপন রচনা করে
গানের ডালা উজাড়ি দিনু দান
শোন গান, শোন গান
আজ আমার সুরের পাখী,
ফিরিছে তোমায় ডাকি
এ ফাগুন হবে অবসান,
বন্ধু, শোন গো এই গান

কথা—**গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার** কণ্ঠ—**ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য**
শ্যামল মিত্র

এই ক'লজ্জেটা ছিঁড়ে যদি পারিতাম দেখাতে ভাই রে
তবে দেখতিস তার মাঝে ভালোবাসা,
ভালোবাসা ছাড়া কিছু নাইরে
সবকিছু কেড়ে নিয়ে পাঁজরাটা ভেঙ্গে দিয়ে,
জানালো সে চির গুড্ বাই
গুড্ বাই গুড্ বাই, বাই বাই গুড্ বাই রে,
ওরে ভাইরে কাঁদিস না রে
প্রেমের কথাই যদি তুললি,
বলছি তবে শোন, শোন রে
হেন রসে ভরা মালপোয়া,
আমার এ প্রেমে ঠাসা মন রে
মালপোয়া খেয়ে তারও,
হ'ল গুরে পোয়া বারো
হ'ল পোয়া বারো তের,
আর আমি শুধু কাঁচকলা খাইরে
জীবিত থাকিত যদি শাজাহান বাদশা,
হাঁ হয়ে যেত যেই সে শুনতো,
প্রেম ক'রে শেষে কিনা এই আমি
হ'য়ে গেছি খুন তো
হায় হায় রে, পিয়া মোর মানলোনা সর্ত্ত,
হায় বুঝলোনা এ প্রেমের অর্থ
এ বুকের আগুন নিভিবে না কোনদিন,
কেন তবে দমকল ডাকতে বা যাইরে
ভালবাসা কারে বলে চায় কেউ জানতে,
তারে গিয়ে বল না কেষ্টঠাকুরকে
আমার কাছে ডেকে আনতে
বলতাম তারে ওহে ছোঁড়া,
ব্রজে কি প্রেম করলি চোরা
হায়, প্রেম পীরিতের কি যে জ্বালা,
ঝাটা খেয়ে টের আমি পাই রে
ওরে ভাই রে

বুকিং চলিতেছে

ভানু জহর

অভিনীত

ভানু পেলো লটারী

•

অনিল, সন্ধ্যা রায়, চন্দ্রাবতী
পাহাড়ী ও নবকুমার

অভিনীত

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু

স্ক্রীন শো কর্ত্তৃক পরিবেশিত

স্ক্রীন শো প্রাইভেট লিমিটেড কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
নিউ ন্যাশনাল প্রেস হইতে মুদ্রিত।